ইরাক ইস্যুর সাম্প্রদায়িক ব্যবহার

আবদুর রাউফ

ইরাক আক্রমণ করে আমেরিকা কাজটা যে ভাল করেনি—সেকথা অস্বীকার করেন কেবল তাঁরাই এব্যাপারে যাঁদের স্বার্থবুদ্ধি জড়িত। অবশ্য বি হিন্দু পরিষদের প্রবীণ তোগাড়িয়ার মতো ব্যক্তিবৃন্দ, মুসলিম বিদ্বেষই যাঁদের একমাত্র উপজীব্য তাঁরা এব্যাপারে মার্কিন-বৃটিশ জোটকেই সমর্থন করেন। ইরাক মুসলিমপ্রধান দেশ বলেই তাঁদের মনোভাব যে এইরকম—একথা তাঁরা গোপন করেন না। ফলে প্রবীণ তোগাড়িয়াদের নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। যত জটিলতা সেইসব প্রগতিশীলদের নিয়ে যাঁরা মনে করেন ইরাক মুসলিমপ্রধান দেশ কিনা—এক্ষেত্রে আক্রমণের ন্যায়-অন্যায় বিচার কোনও ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। তাঁরা জানেন আক্রান্ত ইরাকিদের সমর্থনের প্রশ্নটা মানবিক, ধর্মীয় নয়। মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রমণকারী মার্কিন-বৃটিশ জোট যে অপরাধী এনিয়ে তর্কের কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন তথাকথিত প্রগতিশীল দল ও সরকারসমূহের যাঁরা নিয়ামক, এক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করার ব্যাপারে তাঁরা কতখানি আন্তরিক!

বক্তৃতায় তাঁরা কী বলেন, সেটা বড় কথা নয়। কার্যক্ষেত্রে তাঁদের আচরণ দেখলেই বোঝা যায় এক্ষেত্রেও সক্রিয় সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া ইত্যাদি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারেরা ইরাক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠলে ন্যায়নীতির সপক্ষে অনেক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত আক্রমণ হওয়ার পরেই তাঁরা চুপচাপ। এত বড় একটা অন্যায় যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা তাঁরা চিন্তাও করেন নি। কারণ, সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। যুদ্ধ না চাওয়ার মধ্যেও ছিল স্বার্থ চিন্তা। যুদ্ধের পরিণতিতে ইরাকের তৈলসম্পদ এবং পুনর্গঠনের কাজের যাবতীয় বরাত যে মার্কিন-বৃটিশ জোট কব্জা করে নেবে একথা জানাই ছিল। তাই গলাবাজি করে যুদ্ধটা ঠেকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস কিছুটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু কার্যকরীভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে হলে এমনিতেই সেখানে প্রাপ্তিযোগ কিছু ছিল না, উল্টে অর্থনৈতিক স্বার্থহানির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠত। তাই উল্লিখিত ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারেরা মানবিকতা ও ন্যায়নীতির প্রতি নিজেদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব বাগড়াম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কাজের কাজ কিছুই করতে চাননি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে আমাদের জাতীয় স্তরে দৃষ্টি ফেরালে লক্ষ্য করা যাবে ওই মনোভাবের প্রাবল্য। এখানেও বড় বড় প্রগতিশীল দলগুলি ইরাক আক্রমণের বিদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল টিন কর্মসূচির মধ্যে। প্রতিবাদকে উত্তাল গণবিক্ষোভের চেহারা দেওয়ার কথা এইসব দলের প্রগতিশীল কর্তাব্যক্তিরা চিন্তাও করেননি। তাঁরা এমন কিছুই করতে চাননি যাতে মার্কিন-বৃটিশ জোট ষ্ট হয়। ষ্ট হলে ব্যক্তিগত, দলগত এবং কোথাও কোথাও নিজেদের পরিচালনাধীন সরকারের স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখা দিত। তাই নেতারা তেমন ঝুঁকি নিতে চাননি। তাঁরা মিছিল করেছিলেন। তাতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দলীয় হুইপ জারি করে প্রচুর লোকও জুটিয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই মিছিলকে এমন কিছু বেয়াদপি করতে দেননি যাতে এখানকার মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা বিব্রত বোধ করে। অর্থাৎ সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মতো আচরণ—মালিককেও না চটানো আবার শ্রমিকদেরও হাতে রাখা। এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণকে হাতে রাখা আবার মার্কিন-বৃটিশ জোটের প্রভুদেরও না চটানো—এইরকম একটা ভূমিকা আমাদের প্রগতিশীল নেতারা দিয়েছিলেন। যাঁরা এই কৌশলের বাইরে ছিলেন তেমন বামমার্গী দল ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা উত্তাল গণআন্দোলন সৃষ্টি, প্রতীকী পর্যায়ে হলেও মার্কিন-বৃটিশ পণ্য বর্জনের কর্মসূচি জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। মোদ্দা কথা, প্রগতিশীল আন্দোলনের নিয়ামকেরা মানবিকতা ও ন্যায়নীতির প্রতি দায়িত্ব পালনে কতিপয় ভাল ভাল বুকনি খরচ করা ছাড়া আর কিছুই করতে চাননি।

এতেই যদি তাঁরা ক্ষান্ত হতেন তাহলে হয়ত ব্যাপারটা ততটা ন্যক্কারজনক হয়ে উঠত না। ন্যক্কারজনক বলছি এই কারণে উল্লিখিত প্রগতিশীল আন্দোলনের নিয়ামকেরা কোথাও কোথাও ইস্যুটাকে এমন কায়দায় ব্যবহার করেছেন তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সেই অপকৌশলকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। অপকৌশলটি হয়ত কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকবেন। 'আক্রান্ত ইরাক ও বিমানবতা'—এইরকম একটা বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে এ যাবৎ যত জনসভা হয়েছে, স্থানীয় স্তরে যত মিছিল হয়েছে, মিছিলে যত শ্লোগান তোলা হয়েছে, সেইসব শ্লোগান নিয়ে যত পোস্টার সাঁটা হয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগই হয়েছে হয় মুসলিমপ্রধান এলাকায়, নয়তো মুসলমান জনগণের মন ভেজানোর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। অর্থাৎ 'আক্রান্ত ইরাক ও বিমানবতা' শীর্ষক ইস্যুটার আবেদন যে মুসলমানদের মধ্যেই বেশি—একথা বুঝে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে বড় বড় দলের বামমার্গী নেতারা এর থেকে ফায়দা উঠিয়ে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে চেয়েছেন।

অর্থাৎ ব্যাপারটা তাঁদের কাছে মোটেই মানবতার নয়, সাংগঠনিক ফায়দা ওঠানোর কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছে। তা যদি না হত তাহলে 'আক্রান্ত ইরাক' ইস্যুতে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলি মুসলিমপ্রধান এলাকায় অনুষ্ঠিত না হয়ে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিতেও ব্যাপক ভাবে সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল। কারণ ইস্যুটি ছিল বিমানবতার, সম্প্রদায় বিশেষের ইস্যু ছিল না মোটেই। কিন্তু আমাদের পোড়খাওয়া বামমার্গী নেতারা জানেন, ওইসব 'আক্রান্ত বিমানবতা' ইত্যাদি বুকনিগুলি বক্তৃতায় বলবার সময় যতই ভাল শোনাক, আক্রান্ত যেহেতু ইরাক, সেটি একটি মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র, তাই আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে উন্নাসিকতার (এই মনোভাবকে সাম্প্রদায়িক যদি নাও বলা হয়) কারণেই ইস্যুটার তেমন আবেদন নেই। তাই হিন্দু এলাকায় ইস্যুটাকে ব্যবহার করে 'আক্রান্ত বিমানবতা' নিয়ে বক্তৃতা করে তেমন কোনও ফায়দা ওঠানো সম্ভব নয়। ফলে সেই পণ্ডশ্রমের ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব তাঁরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

জনসাধারণের যে অংশের মধ্যে যে ইস্যুর আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি সেখানে সেটা থেকেই যতটা সম্ভব বেশি ফায়দা ওঠাতে হবে—এই বাস্তববুদ্ধিটা বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বামমার্গী নেতাদের মধ্যে বেশ প্রখর। তাই 'আক্রান্ত বিমানবতা' নিয়ে বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে পণ্ডশ্রম করার কোনও সার্থকতাই তাঁরা খুঁজে পাননি। ব্যাপারটাকে তাঁরা পণ্ডশ্রম গণ্য করেছেন নানা কারণে। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আগের সেই আবেদন আর নেই। সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি যদি হয় অর্থনৈতিক আগ্রাসন, তাহলে তো আগে ঠেকাতে হয় বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশকে। কিন্তু এমন কী আমাদের এই বামমার্গীশাসিত রাজ্যেও চিত্রট

া একেবারে উল্টো। এখানেও সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূল বুনিয়াদটাইতো ধবসে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যে মা র্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিদ্ধে অন্যান্য মার্কসবাদীদের সঙ্গে যারা এখন ক্ষমতাসীন তাদের মধ্যেও প্রবল ধিক্কার ধবনি শোনা যেত, ইদানীং সেই প্রাবল্যে ভাঁটার টান শু হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বামপন্থীরা এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেরই বদান্যতা পাওয়ার জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ সংস্থার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে শলাপর ামর্শ নিয়ে তথাকথিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্মসূচি রূপায়নে ব্যস্ত। তৃতীয়ত, এধরনের বামপন্থীরা বেশ ভাল করেই জানেন, মার্কিন ডলার উপার্জনের তাগিদে অ ামাদের এলিট শ্রেণী তথা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা যে হারে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে, যেভাবে তাদের স্বার্থকে মার্কিন জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে তাতে মার্কিন অর্থনীতি সংকটাপন্ন হলে সেই সংকটের ছায়া নেমে আসতে পারে আমাদের এলিটদের ঘরে ঘরে। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোরতর বিরোধিতার অর্থ এখন দাঁড়িয়েছে আমাদের এই এলিট শ্রেণীটির (আমাদের দেশে যে শ্রেণীটিতে প্রাধান্য মূলত হিন্দু মধ্যবিত্তদের) বিরাগভাজন হওয়া। ক্ষমত াসীন বামপন্থীদের সেটা অভিপ্রেত নয় মোটেই।

ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ঝান্ডাটা তাঁরা মূলত মুসলমানদের মধ্যেই ওড়াতে ব্যস্ত হয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মুসলমানদের মধ্যে ডলার উপার্জনকারী আমেরিকা প্রবাসীর সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয় হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠঅংশ এখনও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেনি। অবশ্য তাদের উৎসাহ হারিয়ে না ফেলার কারণটা মোটেই অর্থনৈতিক নয়। মূলত সেন্টিমেন্টাল কারণে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। সেন্টিমেন্টট ার উদ্ভব ঘটেছে মুসলিম ঋি-ভ্রাতৃত্বের কারণে। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ইসলামি ঋি-ভ্রাতৃত্বের আবেদন এখনও বেশ প্রবল। তাই মুসলমান প্রধান দেশ ইরাক আক্রান্ত ও বিধস্ত হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। তার মানে এই নয় যে তাদের কোনও জাতীয় আনুগত্য নেই। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানই কোনও না কোনও স্বদেশের ধারণা তথা জাতীয়তার ধারণার অন্তর্ভূক্তএবং সেই জাতীয়তার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রাতীত। ব্যতিক্রমের সংখ্যা নগন্য মাত্র। কিন্তু এই আনুগত্য সত্ত্বেও ইসলামি ঋি-ভ্র াতৃত্বের আবেদনও তাদের মানসিক গঠনে ক্রিয়াশীল থাকে। এটা মুসলিমপ্রধান দেশগুলির স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন দৃষ্টিগোচর না হলেও জনসাধারণের মধ্যে এই ঋি-ভ্রাতৃত্বের সেন্টিমেন্ট লক্ষ্য না করে উপায় নেই। তাই ইরাকি জনসাধারণের মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আরোপিত দুর্দশায় ভারতের মুসলমানের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে যতটা না ঋিমানবতার, তার চেয়ে ঢের বেশি সক্রিয় থাকে ইসলামি ঋি-ভ্রাতৃত্বের আবেদন। বিষয়টা মার্কিন সাম্রাজ্যব াদীদের প্রতি পরোক্ষ মিত্রভাবাপন্ন মার্কসবাদীদের জানা আছে বলেই 'আক্রান্ত ঋিমানবতার' ধুয়ো তুলে তাঁদের যত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আস্ফালন সেটাকে তাঁরা ক ার্যত মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলার প্রক্রিয়ায় নেমেছেন।

কিন্তু তাঁদের যেটা জানা নেই, ইসলামি ঋি-ভ্রাতৃত্বের আবেদন যতই প্রবল হোক, দলমত নির্বিশেষে আক্রান্ত ইরাকিদের সমর্থনের প্রশ্নে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা মোটেই ঐক্যমত নয়। তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইরাকি বাথ পার্টি এবং এই পার্টির নেতা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করে না। অবশ্য তথ াকথিত উগ্র-গণতন্ত্রী এবং মার্কসবাদীরাও হয়ত অনেকেই সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করেন না তাঁর স্বৈরাচারী অত্যাচারমূলক কর্মকান্ডের জন্য। কিন্তু এদেশের মুসলমানদের সাদ্দামবিরোধী অংশের সমর্থন না করার কারণ কিন্তু সেটা নয়। তারা বাথ পার্টি ও সাদ্দামকে পছন্দ করে না ইসলামের সঙ্গে অতিরিক্ত আধুনিকতার সংমিশ্রণের জন্য। রাষ্ট্রযন্ত্রকে সাদ্দাম যেরকম সেকুলার করে তুলেছিলেন সেটা এইসব মুসলমানের একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু কারণ যেমনই হোক, এধরনের মুসলমানদের ও মার্কসবাদীদের সাদ্দাম বিরোধিতা একই বিন্দুতে মিলে যাওয়ায় তথাকথিত প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের যে পরোক্ষ আঁতাত গড়ে উঠছে সেটাকে অশুভ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পাছে এই অশুভ পরোক্ষ আঁতাত কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সম্পর্কে মার্কসবাদীরা কিন্তু বেশ সতর্ক। তাঁরা অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলমানদের প্রকৃত মনোভাব জানা সত্ত্বেও ভুলেও সেটার সমালোচনা করেন না।

ফলে বাথ পার্টি ও সাদ্দাম হোসেনের যেগুলি সত্যিকারের সাফল্যের দিক সেগুলির কোনও মূল্যায়ন হয় না। অথচ মূল্যায়ন হলে আমাদের দেশের মুসলমান জনসাধারণের উপকারই হত। মুসলমানদের মধ্যে যারা ততটা গোঁড়া নয়, তারা বুঝত ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা না করেও একটা রাষ্ট্রকে কীভাবে সেকুলার, অ াধুনিক ও প্রগতিশীল করে গড়ে তোলা যায়। তারা জানতে পারত সাদ্দাম হোসেন সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কতখানি সফল হতে পেরেছিলেন। তাঁর আগে তুরস্কে মুস্ত াফা কামাল সেকুলার রাষ্ট্র গড়ে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি ইসলামের পুরোপুরি বিরোধিতা করায় শেষ পর্যন্ত মুসলিম জনসাধারণের সেই প্রক্রিয়া পছন্দ হয়নি। সে তুলনায় সাদ্দাম হোসেনের প্রক্রিয়াটি যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল ইরাকের বাইরেও আরব মুসলিমদের মধ্যে, তার জনপ্রিয়তা সেকথাই প্রমাণ করে। সাদ্দাম হোসেন মার্কিন-বৃটিশ আগ্রাসন তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে ইসলামি আদর্শবাদের অনুষঙ্গ পরিহার করতে চাননি। তাই তাঁর মুখে 'মুসলিম ঋিভ্রাতৃত্ব' 'জেহাদ' ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলি প্রায়শই শোনা যেত। কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে পুরোপুরি ইসলামি অনুষঙ্গমুক্ত সেকুলার নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন, কার্যক্ষেত্রে সেই প্রমাণ তিনি রেখেছেন।

এইরকম একটা জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণের দুঃসাহস যিনি রাখতেন—বিশেষ করে দুনিয়া জুড়ে ইসলামি মৌলবাদী প্রতিক্রিয়ার আতঙ্কের মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁকে কেবল স্বৈরাচারী বলে অতি সরলিকৃত মূল্যায়ন করাটা কতখানি যুক্তিসম্মত? তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দদের এবং শিয়া বিদ্রোহীদের যে নির্মমভাবে দমন করেছিলেন—একথা সত্যি। কিন্তু ইরাকের রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে এছাড়া তাঁর সামনে বিকল্পই বা কী ছিল? খেয় াল রাখতে হবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অঢেল মার্কিন ডলারের প্রলোভন নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের নিরন্তর তৎপরতায় কোথাও কোনও ঘাটতি ছিল না। শিয়া সম্প্রদায়ের গোঁড়া মৌলবাদীদের প্ররোচিত করেছিল যে তারাই—এতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। কুর্দ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদতও যুগিয়েছিল ত ারাই। এরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে সাদ্দামের অন্য কী করণীয় ছিল? স্বৈরাচারী সাদ্দামের মুণ্ডপাত করার আগে এসব কথা ভেবে দেখা জরি।

তার মানে এই নয় যে সাদ্দামের যাবতীয় কর্মকান্ডকে আদর্শ বলে গণ্য করতে হবে। স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে তাঁর স্বজনপোষণ, লাগামছাড়া বিলাসব্যসন, আপন মূর্তিস্থাপনার উগ্র আত্মম্ভরিতা এসব নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁর ভালোর দিকটাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। মুসলমানপ্রধান একটি রাষ্ট্রে সেকুলার রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়। জাতিকে আধুনিকতার পথে পরিচালিত করব, অথচ ইয়াংকি কালচারকে দেশে ঢুকতে দেব না—এরকম একটা সাংস্কৃতিক পলিসি সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করতে পারাটা রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে। সাদ্দাম হোসেনের এসব গুণের দিক আলোচিত হলে অ ামাদের দেশের মুসলমানরা, বিশেষ করে তণ প্রজন্ম উপকৃত হত। তারা ইসলামি মৌলবাদীদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ নির্দেশ খুঁজে পেত।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরোক্ষ মিত্র মার্কসবাদীরা সেই প্রয়াসের ধার-কাছ দিয়েও হাঁটেননি। তাঁরা কেবল ইস্যুটাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম সেন্টিমেন্টের অপব্যবহার করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে চেয়েছেন। সাদ্দাম হোসেনের কর্মকান্ডের ভালমন্দের মূল্যায়ন তাঁরা করতে চাননি। বরং বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মধ্যে তাঁকে স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে উল্লেখ করে মার্কিন তাঁবেদার গণতন্ত্রপন্থীদের সঙ্গে পোঁ ধরে তাঁর ইতিবাচক ভূমিকার দিকটা পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ফলে চিরায়ত এবং বহু ব্যবহারে জীর্ণ অজস্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুকনির ফাঁকে নিতান্ত উন্নাসিকের মতো সাদ্দাম হোসেনের যে ছবি মুসলিম জনমনে তঁ ারা মুদ্রিত করতে চেয়েছেন তাতে আমাদের দেশের মুসলিম জনসাধারণের তণ প্রজন্ম হতাশ হয়েছে। তারা 'মার্কিন আগ্রাসনের শিকার ইরাক ও আক্রান্ত ঋিমানবত া'—এই ইস্যু থেকে বহু বক্তার বাগাড়ম্বর ছাড়া কোনও ইতিবাচক দিশাই খুঁজে পায়নি। দিশা যদি কেউ কিছু পেয়েও থাকে তাহলে সেটা যে সাদ্দামবিরোধী গোঁড়া

ইসলামি মৌলবাদীদের দ্বারা প্রদর্শিত—এতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরোক্ষ মিত্র মার্কসবাদীরা গোঁড়া ইসলামপন্থীদের স াদ্দাম মূল্যায়নকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন প্রমাণ করার কোনও চেষ্টাই করেননি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com